দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 28 MAY 2008
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

এইচএসসি আলিম পরীক্ষা ২৯ মে শুরু

পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করলে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে

-শিক্ষা উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার

দেশের নয়টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০০৮ সালের এইচএসসি, আলিম ও এইচএসসি বিএম পরীক্ষা আগামী ২৯ মে শুরু হচ্ছে। এ বছর নয়টি শিক্ষা বোর্ডে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা গতবারের চেয়ে বেড়েছে ৭৮ হাজার ৮৪২ জন। নয়টি শিক্ষা বোর্ডে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা এবার ৬ লাখ ২০ হাজার ২০ জন। শিক্ষা উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান গতকাল (মঙ্গলবার) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে পৃঃ ১১ ঃ কঃ ৪

এইচএসসি আলিম পরীক্ষা ২৯ মে শুরু

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এ তথ্য জানান। সংবাদ সম্মেলনে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা গ্রহণের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে বলে জানিয়ে তিনি বলেন, আশা করছি শান্তিপূর্ণ পরিবেশে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে এবং পরীক্ষা গ্রহণের ৬০ দিনের মধ্যে ফল প্রকাশ করা সম্ভব হবে। তিনি বলেন, যারা পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। এছাড়া যেসব শিক্ষকের বিরুদ্ধে নকলে সহায়তার অভিযোগ পাওয়া যাবে তাদের বিরুদ্ধেও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। শিক্ষা উপদেষ্টা দেশের বৃহত্তর স্বার্থে শিক্ষক ও কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সততার সঙ্গে পালন করার আহ্বান জানান।

শিক্ষা উপদেষ্টা জানান, এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় সকল বোর্ডে (নয়টি) পরীক্ষার্থীর সংখ্যা মোট ৬ লাখ ২০ হাজার ২০ জন। সাধারণ সাতটি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এইচএসসি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৫ লাখ ২ হাজার ৭৯৬ জন। মাদ্রাসা বোর্ডের আলিম পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৬২ হাজার ৫০৫ জন। কারিগরি বোর্ডের অধীনস্থ এইচএসসি (বিএম) পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৫৪ হাজার ৭১৯ জন।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপিত তথ্য অনুযায়ী, সব বোর্ডে গতবারের চেয়ে এবার ৭৮ হাজার ৮শ' ৪২ জন বেড়েছে। ২০০৭ সালের এই তিন পরীক্ষায় এ সংখ্যা ছিল ৫ লাখ ৪১ হাজার একশ' ৭৮ জন। শিক্ষা উপদেষ্টা জানান, শতকরা হিসেবে মোট পরীক্ষার্থী বৃদ্ধির হার ১৪ দশমিক ৫৭ ভাগ। এরমধ্যে সাধারণ সাতটি বোর্ডের শিক্ষার্থী বৃদ্ধির শতকরা হার ১৪ দশমিক ৫২ ভাগ, মাদ্রাসা বোর্ডে ১৯ দশমিক ২৪ ভাগ এবং কারিগরি বোর্ডে ১০ দশমিক ১০ ভাগ।

সংবাদ সম্মেলনে দেয়া তথ্য অনুযায়ী, এইচএসসিতে বোর্ড অনুযায়ী সাত বোর্ডের মধ্যে ঢাকা বোর্ডে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা এক লাখ ৫১ হাজার ২৪৭ জন, রাজশাহী বোর্ডে এক লাখ ৩৬ হাজার ৭৪৫ জন, কুমিল্লা বোর্ডে ৫০ হাজার ৭১৯ জন, যশোরে ৭০ হাজার ৮০৯ জন, চট্টগ্রামে ৪১ হাজার ৫১৫ জন, বরিশালে ৩২ হাজার ১৬৪ জন এবং সিলেট বোর্ডে ১৯ হাজার ৫৯৭ জন।

এইচএসসির মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা দুই লাখ ৬৯ হাজার ২১৪ জন এবং ছাত্রী সংখ্যা দুই লাখ ৩৩ হাজার ৫৮২ জন। মাদ্রাসা বোর্ডে আলিমে ছাত্র সংখ্যা ৩৯ হাজার ৭৬১ জন এবং ছাত্রী সংখ্যা ২২ হাজার ৭৪৪ জন। এইচএসসি বিএমে মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্র সংখ্যা ৩৪ হাজার ৭১০ জন এবং ছাত্রী সংখ্যা ২০ হাজার ৯ জন। শিক্ষা উপদেষ্টা জানান, মোট শিক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্র সংখ্যা ৫৫ দশমিক ৪৩ ভাগ এবং ছাত্রী ৪৪ দশমিক ৫৭ ভাগ। তিনি জানান, এবার নয়টি বোর্ডে এই তিন পরীক্ষায় মোট কেন্দ্র সংখ্যা ১৮০০। এরমধ্যে এইচএসসির কেন্দ্র সংখ্যা এক হাজার ২৪টি, আলিমের কেন্দ্র সংখ্যা ৩৪৮টি এবং এইচএসসি বিএম পরীক্ষায় কেন্দ্র সংখ্যা ৪২৮টি।

মোট সাত হাজার ১২০টি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা এ পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। এরমধ্যে এইচএসসি প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা তিন হাজার ১৯৬টি, আলিমে দুই হাজার ৬৫৯টি এবং এইচএসসি বিএমে এক হাজার ২৬৫টি।

সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে শিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, পরীক্ষা চলাকালীন যেন বিদ্যুৎ স্বাভাবিক থাকে সেজন্য বিদ্যুৎ বিভাগে পত্র দেয়া হয়েছে। তিনি ঝরে পড়ার বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরে বলেন, শিক্ষার্থীরা কেন ঝরে পড়ছে এবং কিভাবে এটা রোধ করা যায় সেটা পর্যালোচনা করে দেখা হবে। শিক্ষা ভবনে হয়রানি বন্ধের বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, হয়রানির ক্ষেত্র চিহ্নিত করে প্রক্রিয়াগত উন্নতি করতে হবে।

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রস্তাবিত আইনটি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে উল্লেখ করে শিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, এ বিষয়ে শীঘ্রই পদক্ষেপ নেয়া হবে। তিনি বলেন, কারও চাপে এ আইনটি চাপিয়ে রাখা হয়েছে তা এই অভিযোগ সঠিক নয়।

সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ভারপ্রাপ্ত সচিব আশরাফুল মকবুল, অতিরিক্ত সচিব মোজাম্মেল হক খান, যুগ্ম সচিব মোহাম্মদ শফিউল্লাহ, নজরুল ইসলাম খান, হুমায়ুন খালিদ, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালক অধ্যাপক কে এম আওরঙ্গজেব, এনসিটিবি চেয়ারম্যান ড. মছিরউদ্দিনসহ বিভিন্ন বোর্ডের চেয়ারম্যান।

পরীক্ষা কেন্দ্রের ২শ' গজের মধ্যে জনসাধারণের প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এইচএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রসমূহের ২শ' গজের মধ্যে পরীক্ষার্থী ব্যতীত জনসাধারণের অনধিকার প্রবেশ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) পুলিশ কমিশনার নাঈম আহমেদ ঢাকা মহানগর পুলিশ অধ্যাদেশের (অধ্যাদেশ নম্বর ৩৩৩/৭৬) ২৮ ও ২৯ ধারায় অর্পিত ক্ষমতা বলে এ ঘোষণা দেন। ডিএমপির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে গতকাল একথা জানানো হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, আগামী ২৯ মে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবার দিনগুলোতে পরীক্ষা চলাকালীন এ আদেশ বলবৎ থাকবে।